



# গণ-প্রতিরোধ: একটি প্রাথমিক আলোচনা

# গণ-প্রতিরোধ

#### এটা কী?

গণ-প্রতিরোধ হল আম-জনগণের কাছে কোনো হিংসা ব্যবহার না করে নিজেদের অধিকার, স্বাধীনতা আর ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ের একটি পথ। ব্যাপক বিস্তৃত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে গণ-প্রতিরোধে শামিল জনগণ ধর্মঘট, বর্জন, জন-বিক্ষোভ এবং অন্যান্য কার্যকলাপের মতো নানান বৈচিত্র্যময় বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করে। সারা পৃথিবী জুড়ে গণ-প্রতিরোধকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন অহিংস সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ, জনগণের ক্ষমতা, রাজনৈতিক চরম-বিরুদ্ধাচরণ এবং পুরজন-সমাবেশ। কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গণ-প্রতিরোধের মৌলিক গতিময়তা মূলত একই থাকে।

গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি যে ক্ষমতাশালী তার কারণ হল এগুলি আরও মুক্ত ও সুন্দর এক সমাজের নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কার্যকলাপে জন-অংশগ্রহণকে, এবং যারা পুরনো ব্যবস্থাকে জোরদার করে সেই জনগণের বিশ্বস্ততাকেও যথাসম্ভব আবাহন করে। জনগণ যখন ন্যায়ন্ত্রন্ত শাসকদের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা ঘুচিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই ব্যবস্থাটি সচল রাখা তখন অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। ব্যাপক জনগণ যখন অমান্য করা বেছে নেয়, তখন ব্যবস্থাটির পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, এবং তখন তার পরিবর্তন হয় বা ভেঙে পড়ে। এমনকী গণ-প্রতিরোধের বিরোধীরা অস্ত্রবলে সুসজ্জিত ও অর্থবলে বলীয়ান থাকলেও, তারা প্রায়শই অহিংস চরম-বিরুদ্ধাচরণের সামগ্রিক-কৌশলগত, বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের ফলে গড়ে ওঠা দীর্ঘস্থায়ী জন-আইন-অমান্য এবং পুর-জীবন বিপর্যস্ততাকে আটকাতে পারে না।

"সংগ্রামের মুখ্য বিষয় হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণ করা। যেখানে কেউ আপনার দিকে মনোযোগ দেয় না, তেমন কোনো এক কোণে সংগ্রাম করা একটা অর্থহীন প্রচেষ্টা। আপনি যদি সংগ্রাম করতে চান, আপনার উদ্দেশ্যের দিকে যতটা সম্ভব মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে।" – খুসেলি জ্যাক

এই কারণেই বিচিত্র ধরনের প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বহু গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন এবং গণ-অভিযানই সফল হয়েছে। গত শতাব্দীর প্রতিটি দশকেই ছয়টি মহাদেশের জন-অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ আন্দোলনগুলি অহিংস সামগ্রিক-কৌশল ব্যবহার করে নিপীড়নমূলক শাসনগুলিকে উৎখাত করেছে, সাফল্যের সঙ্গে সামরিক দখলদারিকে প্রতিরোধ করেছে এবং তাদের সমাজে আরও উন্নত ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা নিয়ে আসতে পেরেছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতির অবসানে গণ-প্রতিরোধই ছিল ভরকেন্দ্র; এই আন্দোলন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নারী অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং শ্রমিক অধিকারগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে ব্যবহৃত হয়েছিল; ফিলিপাইনস, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, সার্বিয়া এবং অন্যান্য দেশের একনায়কদের টেনে নিচে নামিয়েছিল এই আন্দোলন; ডেনমার্ক ও পূর্ব তিমুরে বিদেশি দখলদার ঠেকাতে এই আন্দোলন ব্যবহৃত হয়েছিল; ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনেও এটি সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল; এই আন্দোলন পূর্ব-ইয়োরোপের ভুয়ো নির্বাচনগুলিকে বানচাল করে দিয়েছে, লেবাননে সিরিয়ার দখলদারির অবসান ঘটিয়েছে এবং আরও অনেক দেশেই মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হয়েছে।

# মুখ্য ধারণাগুলি

#### গণ-প্রতিরোধ বনাম নীতিগত অহিংসা

গণ-প্রতিরোধ হল রাজনৈতিক দ্বন্দের একটা রূপ। নীতিগত অহিংসা হচ্ছে এক গুচ্ছ নীতিআদর্শের সমাহার, যা হিংসা প্রয়োগে বাধা দেয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আমেরিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মতো সফল কিছু গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনে
অংশগ্রহণকারীরা নীতিগত অহিংসার প্রচার চালিয়েছে। তবে গণ-প্রতিরোধকে ব্যবহার করার মধ্যে
সহজাত এমন কিছু নেই যে তার জন্য অহিংস কার্যকলাপকেই এর অনুশীলনকারীদের আক্ষরিক
ভাবে অনুসরণ করে যেতে হবে। আসলে পুরো ইতিহাস জুড়েই দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই
সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-প্রতিরোধকারীরাই নীতিগত অহিংসায় অনুপ্রাণিত ছিল না। বরং গণ-প্রতিরোধই যে
তাদের সংগ্রাম চালানোর জন্য একমাত্র এবং সব চেয়ে কার্যকর উপায় এই সত্যে তারা অনুপ্রাণিত
ছিল।

## ক্ষমতার একত্ববাদী বনাম বহুত্ববাদী অভিমত

বহু সমাজেই ক্ষমতার প্রচলিত অভিমতটি হচ্ছে একত্ববাদী (চিত্র-১)। এর অর্থ হল, আম-জনগণকে তাদের সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম, সিদ্ধান্ত এবং সাহায্য-সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল বলে দেখা হয়। মনে করা হয় যে হুকুমতন্ত্রের চূড়ায় বসে থাকা গুটি-কয়েক লোকই ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী, যাদের হাতে সব চেয়ে বেশি সম্পদ এবং হিংসার সামর্থ্য আছে। ক্ষমতার একত্ববাদকে স্বয়ংসূজক, মজবুত ও সহজে পরিবর্তন হয় না বলেই ভাবা হয়। তবে, গণপ্রতিরোধ একটি আলাদা পূর্বানুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বলে ক্ষমতার বহুত্ববাদী অভিমতে বর্ণনা করা হয় (চিত্র-২), যেটা সরকার ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যবস্থাগুলিকে জনগণের নীরব মান্যতা বা মৌন সম্মতির উপর ব্যাপক অর্থে নির্ভরশীল বলে মনে করে। বহুত্ববাদী অভিমতে, ক্ষমতাকে সমাজের বহু অংশের দেওয়া বৈধতা এবং অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে আছে বলে দেখা হয়। এটি





অস্থির, সব সময়েই নিজের শক্তির উৎসগুলিকে বহু প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সহযোগিতা দিয়ে তরতাজা রাখার ওপর নির্ভরশীল। সে-দিক থেকে দেখলে, গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি তাদের সামগ্রিক-কৌশলগুলিকে যে অভিমতের উপর ভিত্তি করে বিকশিত করে তা হল, সাধারণ অসামরিক লোকদের নিয়ে যে-জনগণ একটা ব্যাপক জোট গঠন করে রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, তারা সেটাকে নিষ্ক্রিয় করতে বা উলটেও দিতে পারে।

### বিযুক্ত থাকার কাজ এবং নিযুক্ত থাকার কাজ

ইতিহাসে দেখা যায়, গণ-প্রতিরোধকারীরা শত শত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করেছে। এগুলিকে দুটি আলাদা বর্গে সাজানো যেতে পারে। বিযুক্ত থাকার কাজ হচ্ছে সেই সব বিশেষ-কৌশল, যা দিয়ে জনগণ এমন কিছু কাজ করা বন্ধ করে দেয় যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় বা তাদের কর্তব্য বলে দাবি করা হয়। এ-ধরনের কাজের উদাহরণগুলির মধ্যে পড়ে শ্রমিক ধর্মঘট, কর দিতে অস্বীকার এবং উপভোক্তাদের পণ্য-বর্জন। নিযুক্ত থাকার কাজ হচ্ছে সেই সব বিশেষ-কৌশল, যা দিয়ে জনগণ এমন কিছু কাজ করতে শুরু করে, যেগুলি তারা স্বাভাবিক অবস্থায় করে না বা তাদের করা নিষেধ। এই সব কাজগুলির উদাহরণের মধ্যে পড়ে প্রতিবাদ, জন-বিক্ষোভ, ধরনা এবং অন্যান্য রূপের গণ-আইন-অমান্য। এ-ধরনের বিশেষ-কৌশলগুলির সামগ্রিক-কৌশলগত পর্যায়বিন্যাস আন্দোলনের বিরোধীদের কাছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাটাকে আরও ব্যয়সাপেক্ষ করে তোলে। আবার এটি আম-জনগণকেও প্রতিরোধে শামিল হতে উৎসাহিত করে তুলতে পারে, কারণ বিশেষ-কৌশলগুলির বিস্তার বৈচিত্র্যময় হতে পারে — বেশি ঝুঁকি ও কম ঝুঁকি, জন-নির্ভর ও ব্যক্তি-নির্ভর, একত্রিত অথবা বিকেন্দ্রিত — যা সমাজের একাধিক বৃত্ত থেকে আসা জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলে।

# ঐক্য, পরিকল্পনা এবং অহিংস শৃঙ্খলা

সফল গণ-প্রতিরোধের তিনটি প্রধান নীতি-আদর্শ হচ্ছে ঐক্য, পরিকল্পনা এবং অহিংস শৃঙ্খলা। সমাজের বৈচিত্র্যময় শাখাগুলিকে সমাবেশিত করে গড়ে ওঠে ঐক্য, যার মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় এক গুচ্ছ অর্জনযোগ্য লক্ষ্যকে ঘিরে বিভিন্ন ক্ষোভ থাকতে পারে। পরিকল্পনা হচ্ছে কার্যকলাপ চালানোর পরিস্থিতি এবং সুযোগগুলির একটি সযত্ন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সচেতনা-অভিযান এবং বিশেষ-কৌশলগুলির সামগ্রিক-কৌশলগত পর্যায়বিন্যাস। এর মধ্যে অবশ্য সম্ভাব্য বাধাবিপত্তিগুলিকে অনুমান করা এবং সেগুলির জন্য আপৎকালীন পরিকল্পনা থাকাটাও রয়েছে। অহিংস শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শুধুমাত্র অহিংস বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করার একটি সামগ্রিক-

কৌশলগত অঙ্গীকার, কারণ হিংসা অসামরিক লোকদের অংশগ্রহণকে কমিয়ে দেয়, আন্দোলনের বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমর্থন কমিয়ে দেয় এবং বিশ্বস্ততা বদলের সুযোগও কমিয়ে দেয়।

# দশটি প্রশ্ন

#### গণ-প্রতিরোধ ব্যবহারকারী আম-জনগণের কাছে ক্ষমতাশালী শাসকরা কী-ভাবে পরাজিত হয়?

কোনো শাসকই সহজাত ভাবে ক্ষমতাশালী নয়। শাসকরা কেবল তখনই ক্ষমতাশালী, যখন তাদের পক্ষে ওই সমাজের লাখো জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য-সমর্থন থাকে। কোনো শাসককে যদি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হয়, তা হলে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ এবং আমলাতন্ত্রকে অবশ্যই তাদের নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। গোটা সমাজের জনগণকে নিয়মিত কাজে যেতে হবে, কর ও ভাড়া দিতে হবে, এবং বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতে হবে যা রাষ্ট্রের নিজস্ব বা অনুমোদিত ব্যাবসাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবা সহ নৌ-চলাচল ও পরিবহণে কর্মরত জনগণকে অবশ্যই পণ্য-আদানপ্রদান চালিয়ে যেতে হবে এবং পরিষেবা দিয়ে যেতে হবে। এগুলি হল সামান্য কয়েকটি কর্মী-গোষ্ঠীর উদাহরণ মাত্র, যাদের সাহায্য-সমর্থন প্রায় সব সময়েই একটি ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক।

এটাকে উপলব্ধি করে গণ-প্রতিরোধের সংগঠকরা ওই সাহায্য-সমর্থনকে নড়বড়ে করে দিতে এবং স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখা কঠিন করে তুলতে সামগ্রিক-কৌশলগুলি তৈরি করে। ভিন্ন-মত প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানানোর জন্য বিপুল-সংখ্যক জনগণের সমাবেশ শাসকদের বৈধতাকে কমিয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে যদি নিজেদের অধিকার প্রয়োগকারী জনগণের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন নামিয়ে আনা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে বিপর্যন্ত করে দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি ব্যবস্থাটি বজায় রাখার ব্যয়ভার বাড়িয়ে দিতে পারে — আর সেটা তত দূর পর্যন্ত, যে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এর রক্ষকরাও প্রশ্ন করতে শুরু করে দেয়। এক বার যদি তাদের বিশ্বস্ততায় চিড় খায়, যে-কোনো রূপের নিপীড়ন চালানো তখন অনেক কঠিন হয়ে ওঠে।

#### হু গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে শুরু হয়?

বহু সফল গণ-প্রতিরোধের সচেতনা-অভিযান প্রথমে আম-জনগণের কার্যকলাপ চালানোর সামর্থ্য গড়ে তোলার মাধ্যমে শুরু হয়। জনগণকে সংগঠিত করা এবং ঐক্য গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় ভাবে নেওয়া ও কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ-কৌশলগুলি অবিশ্বাস্য রকম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, ভারতের মাটিতে গান্ধী তার প্রথম বড় ধরনের গণ-প্রতিরোধের সচেতনা-অভিযান শুরু করার আগে আম-জনগণের ক্ষোভ, আশা আর ভয়গুলিকে বোঝার জন্য তাদের সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। কী করলে তাদের আস্থা-বিশ্বাস ও সহযোগিতা জিতে নেওয়া যাবে সেই বিচারবুদ্ধি তিনি গড়ে তোলেন। তিনি জনগণকে "গঠনমূলক কাজ"-এর সঙ্গে যুক্ত হতেও উৎসাহিত করেন — অর্থাৎ সেটা এমন ধরনের জনসম্প্রদায়ভিত্তিক পরিষেবা, যা সেই জনগণের মধ্যে আত্ম-নির্ভরতা গড়ে তোলে যারা রাষ্ট্রের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে থাকলেও আগে নিজেদের কাজ করার ক্ষমতাহীন মনে করত। সচেতনা-অভিযানগুলি গণ-প্রতিরোধের আরও অনেক প্রত্যক্ষ রূপকে কাজে লাগানোর মতো যথেষ্ট সামর্থ্য এক বার যদি গড়ে তোলে, সেগুলি মাঝেমাঝেই ব্যাপকতর জনতাকে আলোড়িত করার মতো স্থানীয় বিষয়গুলিকে ঘিরে পরিচালিত কার্যকলাপ দিয়ে শুরু হয়। উদাহরণ হিসেবে, পোল্যান্ডে সংহতি-র (Solidarność) সংগঠকরা একটি জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় এক শ্রমিক-ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে জয় হাসিল করার পর এবং একটি স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার পর সারা দেশ জুড়ে পোল্যান্ডবাসীদের উপর এই জয়ের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত হয় এবং আন্দোলন শক্তি অর্জন করে। একই ভাবে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি শহরের দোকান ও যাত্রী-পরিবহণে সফল ধরনা ও বর্জন আন্দোলনের ফলে জাতি-বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটার পর আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন গতি পায়। এই সব সাফল্যগুলির মাধ্যমে আন্দোলন দেখিয়ে দেয় গণ-প্রতিরোধের কী ক্ষমতা, এবং তা খুব দ্রুত জাতীয় স্তরে নজর কেড়ে নেয় এবং সাড়া ফেলে।

## 💿 আমি কী ভাবে প্রতিবাদ সংগঠিত করব?

কোনো আন্দোলনের সামগ্রিক-কৌশল পরিকল্পনাকারীদের প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে তাদের লক্ষ্যগুলি কী, তাদের আন্দোলনের এবং তাদের বিরোধীর শক্তি, দুর্বলতা ও সামর্থ্য কী-রকম, এবং তৃতীয় পক্ষগুলি ও বাইরে-থাকা সহযোগীরা কী ধরনের সহায়তা দিতে পারে। কোনো আন্দোলন তার স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘ মেয়াদের লক্ষ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে স্থির করে ফেলতে পারলে এবং তার

অবস্থার একটা পুজ্খানুপুজ্খ ও সুসম্বদ্ধ বাস্তবতা-নির্ভর বিশ্লেষণ করে ফেলতে পারলে তার পক্ষে পছন্দ-বাছাই করা অনেক বেশি সহজ হবে ঠিক কী ধরনের বিশেষ-কৌশলগুলি সে কাজে লাগাতে চায়। ঠিক তখন আন্দোলনটি যদি প্রতিবাদ-বিক্ষোভকেই প্রধান বিশেষ-কৌশল হিসেবে বেছে নিতে চায় এবং কী-ভাবে সেগুলিকে সফল করা যায় তা শিখতে চায়, তা হলে সেটা করার জন্য কারিগরি ও বিশেষ-কৌশলগত মাত্রাগুলিকে বিশদ করা বিপুল তথ্য-সংস্থান রয়েছে।

#### ৪ প্রতিবাদ ছাড়া আর কী করার আছে?

অনেক জনগণই মনে করেন যে, প্রতিবাদ হল গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড। কিন্তু প্রতিবাদ হল বহু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিশেষ-কৌশলের মধ্যে শুধুমাত্র একটি, যেটা গণ-প্রতিরোধকারীরা তাদের সংগ্রামে ব্যবহার করতে পারে। অহিংস কার্যকলাপের দুইশোরও বেশি চিহ্নিত বিশেষ-কৌশল আছে যার থেকে পছন্দ-বাছাই করে নেওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের বর্জন (উপভোক্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক); ধর্মঘট; ধীরগতিতে কাজ; ভাড়া, কর ও ধার্য দক্ষিণা দিতে অস্বীকার; অনুরোধপত্র দেওয়া; গণ-আইন-অমান্য; ধরনা; অবরোধ; এবং সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল গণ-প্রতিরোধের অন্যান্য বিশেষ-কৌশলগুলির কয়েকটি উদাহরণ।

বিশেষ-কৌশলগুলির পছন্দ-বাছাই এবং পর্যায়বিন্যাস নির্ভর করে নিজের অবস্থা, এবং একই সঙ্গে



নিজের সক্ষমতা এবং অভিলক্ষ্যগুলি কী সে-সম্পর্কে আন্দোলনের নিজস্ব পরিমাপের উপর। কোনো আন্দোলন খুব বেশি শক্তিশালী না হলে সে নিজের সামর্থ্য গড়ে তোলা, বার্তা সংযোগ করা এবং/অথবা বিরোধীদের বিপর্যস্ত করার জন্য বর্জন কিংবা নামবিহীন প্রতীক-ছবি প্রদর্শনের মতো বিক্ষিপ্ত কাজকর্মের ও কম-ঝুঁকির বিশেষ-কৌশলগুলি বিবেচনা করতে চাইতে পারে। পরবর্তী কালে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলে, সেটি জমায়েত, মিছিল, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, বা বিপুল গণ-আইন-অমান্য-র মতো নিবিড় কার্যকলাপের আরও সব রূপ ব্যবহার করায় সমর্থ হয়ে উঠতে পারে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, গণ-প্রতিরোধ বলতে জনগণের কাছে অনেক সময়েই প্রতিবাদ করা সব চেয়ে পরিচিত কার্যকলাপ হলেও, তার মানে এই নয় যে এটিই কার্যকলাপের একমাত্র এবং সব চেয়ে সেরা ধারা। অবস্থার উপর নির্ভর করে এ-ছাড়াও আরও অনেক বিশেষ-কৌশল আছে



যেগুলি আন্দোলনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে আরও ভালো ফল দিতে পারে। কোন বিশেষ-কৌশল কাজে লাগানো হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল সৃজনশীলতা এবং সামগ্রিক-কৌশলগত চিন্তাভাবনা।

"অহিংস প্রচেষ্টাগুলির অসুবিধা হল, এগুলি কঠোর শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, এবং সামগ্রিক-কৌশল ও পরিকল্পনা এবং সমর্থক সংগ্রহ ও কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আরও যা-কিছু আপনি করেন সেগুলিকে চেনে না। এটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে না। এটা অবশ্যই সুসম্বদ্ধ ভাবে করতে হয়।" – রেভ. জেমস লসন

#### আন্দোলনে যদি কোনো আকর্ষণী নেতা না থাকে?

ঐতিহাসিক অনেক আন্দোলনই কোনো আকর্ষণী নেতা ছাড়াই কার্যকর গণ-প্রতিরোধ চালিয়েছে। নেতা জেলে থাকা সত্ত্বেও এবং আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। অসামরিক লোক-নির্ভর আন্দোলনের নেতাদের ব্যক্তিগত আকর্ষণ কিংবা বাক্-নৈপুণ্যের থেকেও যে জ্ঞান থাকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, বিকল্প কার্যকলাপের ধারার ভিতরে সহজাত ব্যয় এবং ঝুঁকি সযত্নে মেপে নিয়ে এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি আন্দোলনে বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণকারীদের কী-ভাবে প্রতিনিধিত্ব করা যায় এবং তাদের কথা শুনতে হয়।

তা ছাড়া, আকর্ষণী নেতাদের উপর অতি-নির্ভরতার মধ্যে বিশেষ ধরনের ঝুঁকি থাকে। মাঝে মাঝে এ-ধরনের নেতারা শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা-ভাগাভাগির প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারে, কিংবা তারা গ্রেপ্তারও হয়ে যেতে পারে। একটি সদা-প্রাণবন্ত, প্রতিনিধিত্ব-নির্ভর আন্দোলন সংগঠিত করতে পারলে, নেতারা সরে গেলেও আন্দোলনই নতুন নেতা সামনে নিয়ে আসতে পারে।

# 🕲 আমি যদি মনে করি গণ-প্রতিরোধ আমার দেশে কোনো কাজে আসবে না, তা হলে?

গণ-প্রতিরোধ সব সময়ই সফল হয় না। কিন্তু এটি বিশ্বের অনেক দেশেই বেশ ভালো ভাবে কাজ করেছে, যদিও সেখানে "বিশেষজ্ঞরা" এবং অন্যান্যরা কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে এ আর কোনো দিন এগতে পারবে না। চিলির সেনাপ্রধান অগাস্তো পিনোচেতকে বিশ্বের সব চেয়ে বর্বর একনায়ক বলে ভাবা হত, আর অনেকেই ভাবেননি যে তার অপসারণে গণ-প্রতিরোধ প্রধান অক্ষ হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু ঠিক সেটাই ঘটেছিল। আবার "বলকানের কসাই" নামে পরিচিত সার্বিয়ার একনায়ক

শ্লোবোদান মিলোশেভিচকে যে অহিংস চাপের মাধ্যমে জোর করে সরানো সম্ভব, সে-ব্যাপারেও অনেকে সন্দিহান ছিলেন। ২০০০ সালে যে হাজারে হাজারে মানুষ মিলোশেভিচকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছিল এবং বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল তাদের উপর মিলোশেভিচ তার নিজের সেনা আর পুলিশবাহিনীকে দমনপীড়ন চালানোর আদেশ দিলে, নিজের সহ-নাগরিকদের বিশাল সমাবেশের দিকে তাকিয়ে তার নিরাপত্তা বাহিনী সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করে বসে। এর পর মিলোশেভিচের পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

আপনার অবস্থায় গণ-প্রতিরোধ কাজ করবে কি না, সে-ব্যাপারে আপনি যদি এখনও অনিশ্চিত থাকেন, তখন বাস্তবসম্মত মনে হলে তবেই এই সম্ভাব্য বিকল্পগুলি ভেবে দেখতে পারেন: রাজনৈতিক ব্যবস্থার একেবারে ভেতর থেকে সংক্ষার করা; নির্বাচনে অংশ নেওয়া; আইনি ব্যবস্থার জন্য অনুরোধপত্র জমা দেওয়া; প্রতিপক্ষদের সঙ্গে দরকষাকষি এবং কথাবার্তা চালানো; আন্তর্জাতিক সহযোগীদের কাছে সাহায্য-সমর্থনের জন্য আবেদন জানানো এবং সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহের প্রচেষ্টা চালানো — এই সমস্ত বিকল্প-উপায়গুলিই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। গণ-প্রতিরোধ সাফল্য পাবে কি না যদি অনিশ্চিত হয়, তা হলে অন্যান্য সম্ভাব্য কার্যকলাপের ধারাগুলি যে সাফল্য পাবে সেটাও অনিশ্চিত।

কাজেই, কোনো বিরোধী বা ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীকে কার্যকলাপের এমন একটি ধারা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেখানে বৈচিত্র্যময় মতের অনুগামীদের জিতে নেওয়ার, কোনো নিপীড়কের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার, দমনপীড়নকে এড়িয়ে যাওয়ার বা নিদ্ধিয় করে রাখার, এবং চালু ব্যবস্থাটির রক্ষকদের ভিতরে বিভাজনগুলিকে প্রতিপালন করার সব চেয়ে সেরা সুযোগ পাওয়া যায়। ইতিহাসের নানা সময়ে অনেক বিরোধী গোষ্ঠীকেই দেখা গেছে যারা এই সব বিকল্প-উপায়গুলিকেই কাজে লাগিয়েছে এবং গণ-প্রতিরোধে যোগ দেওয়াকেই বেছে নিয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে একে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার আরও সমস্ত চিরাচরিত উপায়গুলির সঙ্গে এক যোগে, যেমন নির্বাচন, আইনি পথে চ্যালেঞ্জ, দরকষাকষি এবং ব্যবস্থাটিকে ভিতর থেকে সংস্কার।

## আমার প্রতিপক্ষ যদি হিংসা ব্যবহার করে, তা হলে?

আপনাকে মনে রাখতে হবে যে-কোনো মুহূর্তে আপনার প্রতিপক্ষ হিংসা ব্যবহার করবে। ঐতিহাসিক ভাবে প্রায় সব সময়েই এটা ঘটতে দেখা গেছে। তবুও, কোনো প্রতিপক্ষের হিংসা ব্যবহার করার মানেই এই নয় যে, একটা গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল। গণ-প্রতিরোধ

আন্দোলন বিভিন্ন উপায়ে হিংসাত্মক দমনপীড়নকে মোকাবেলা করে যা এর কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে এবং/অথবা এটি নিপীড়কের বিরুদ্ধেই প্রতিঘাত হয়ে ফিরে আসতে পারে।

প্রথমত, হিংসাত্মক দমনপীড়নকে এড়াতে বা একে চুপ করিয়ে দিতে গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি এমন সব বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করা শুরু করতে পারে যেগুলিকে হিংসার মাধ্যমে বশে আনা বেশ কঠিন। যেমন উদাহরণ হিসেবে, উপভোক্তা বর্জন, যার মাধ্যমে জনগণ বিশেষ লক্ষ্যে থাকা কিছু পণ্যসামগ্রী না-কেনাটাকে বেছে নেয়। একে দমন করা শাসনতন্ত্রের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। কারণ এটি বিকেন্দ্রিত এবং কে বর্জনে অংশ নিচ্ছে আর কে নিচ্ছে না, তা নিশ্চিত করা কোনো শাসনতন্ত্রের পক্ষে খুবই কঠিন বা অসম্ভব। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বা জনতার অন্যান্য এবং নিবিড় বিশেষ-কৌশলগুলিকে দমন করা গেলেও, অ-রাজনৈতিক প্রতিরোধ বা বিকেন্দ্রিত এবং বিমূর্ত বিশেষ-কৌশলগুলি — যেমন ধার্য দক্ষিণা বা কর দিতে অস্বীকার করা, এমনকী কোনো সাধারণ ধর্মঘটও একটি আন্দোলনের জন্য তুলনামূলক ভাবে সেরা বিকল্প-উপায় হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি তাদের বিরোধীদের দমনপীড়নের প্রতিঘাত ঘটাতে উদ্ভাবনী বিশেষ-কৌশলগুলিকে ব্যবহার করতে পারে। দমনপীড়নকে সারা বিশ্বের নজরে আনা এবং দেশের ভেতরের দমনপীড়নের ছবি ও বিবরণ সহ প্রচার — আন্তর্জাতিক সুনাম এবং বিনিয়োগের দিক থেকে বিচার করে — আন্দোলনের উপর দমনপীড়নের ব্যয়কে বাহুল্য করে তুলতে পারে। অবশ্য সমস্ত দমনপীড়নের প্রতিঘাত হয় না ঠিকই, কিন্তু দমনপীড়নের কিছু কার্যকলাপের ঘৃণ্য চেহারাকে যখন কোনো আন্দোলন সমস্যায় ফেলে দেয়, বিলম্বিত করে, বা অনাবৃত করে দেয়, তখন তার ফল হিসেবে জনতার এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে সাহায্য-সমর্থন দারুণ ভাবে হারাতে হতে পারে।

তৃতীয়ত, ১৯৮৬ সালের ফিলিপাইনস, ১৯৮৮ সালের চিলি, ২০০০ সালের সার্বিয়া, এবং ২০০৪ সালের ইউক্রেনের গণ-প্রতিরোধের মতো ঘটনাও আছে, যেখানে নিরাপত্তা-বাহিনীর সদস্যরা স্বপক্ষ ত্যাগ করে বিরোধী পক্ষে চলে গিয়েছিল, যা শাসনতন্ত্রের দমনপীড়ন চালানোর সামর্থ্যকে কমিয়ে দিয়েছিল বা তাদের কার্যকর ভাবে শেষ করে দিয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর এই পক্ষত্যাগের ঘটনাগুলির পেছনে ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির সুচিন্তিত, দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা। এগুলিকে শাসনতন্ত্রের উপর থেকে নিরাপত্তা-বাহিনীর বিশ্বস্ততা সরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ছক করা হয়েছিল।

"দমনপীড়নের উলটো ফল হওয়ার কারণ আছে। কারণটা হল, এটা অনেকটা নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মতো। তুমি যখন দমনপীড়নের মাত্রা বাড়াও, প্রতিরোধও সেই মতো বাড়তে থাকবে।" – ইভান মারোভিচ

#### 😈 আমার প্রতিপক্ষকে যদি রাজি করানো না যায়, তা হলে?

জিততে গেলে, দমনপীড়নের জন্য দায়ী ওই সব পরম অনুগামীদের রাজি করানোর প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও, আপনার প্রতিপক্ষের সাহায্য-সমর্থনকারীদের কাউকে কাউকে রাজি করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

মনে রাখবেন, গণ-প্রতিরোধ যে ক্ষমতাশালী তার কারণ যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কার্যকলাপ নিপীড়নকে সাহায্য-সমর্থন জোগায়, এটি সেই সব হাজারো বা লাখো ব্যক্তি-মানুষের বিশ্বাস এবং আচরণকে বদলে দেয়। আপনার বিরোধীদের ক্ষমতার উৎসগুলি যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার রাজি হওয়া বা না-হওয়ায় সামান্যই ফারাক পড়ে। তার ক্ষমতা এতটাই কমে যায় যে সে বুঝতে পারে সে আর কখনো ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, এবং ফলে সে একটা নতুন বিন্যাসে উৎক্রমণ নিয়ে দরকষাকষি করতে বাধ্য হয়।

যেমন উদাহরণ হিসেবে, ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ শহরে বর্ণবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে সাদাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যাবসাগুলিকে বর্জন করায় সেগুলির এতটাই ক্ষতি হয়েছিল যে তারা সরকারকে তার নীতি পরিবর্তন করতে চাপ দিতে শুরু করেছিল। আন্দোলনের অভিলক্ষ্যগুলিকে মেনে নেওয়ার জন্য হয়তো এই সমস্ত ব্যাবসাগুলিকে রাজি করানো হয়নি, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল যে সরকারি দমনপীড়নকে সাহায্য-সমর্থন করে যাওয়ার থেকে এই আন্দোলনের কিছু দাবি মেনে নেওয়াটাই তাদের পক্ষে বেশি কাজের হবে।

"আসলে জন-সংগঠনই দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিবর্তন নিয়ে আসে… যা রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে… অবশেষে পরিবর্তন আনতে… তৈরি হওয়া অচলাবস্থা, চরম সংকটকে রাষ্ট্র আর মোকাবেলা করতে পারেনি।" – ড. জেনেট চেরি

ি এতে অনেক বেশি সময় লাগবে। আমরা যদি তত দিন অপেক্ষা করতে না পারি, তা হলে? গণপ্রতিরাধের একটা জোরালো অভিঘাত হতে সব-সময়ই দীর্ঘ সময় লাগে না। সংগঠিত হওয়ার পর থেকে সংহতি (Solidamość) আন্দোলনকে যেখানে প্রায় ১০ বছর ক্ষমতা অর্জন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে, সেখানে ফিলিপাইনসের একনায়কতন্ত্রী ফার্দিনান্দ মার্কোসের পতন ঘটাতে বিরোধীদের সময় লাগে মাত্র কয়েকটি বছর। গণপ্রতিরোধের সাফল্য সময়ের মেয়াদ দিয়ে নয়, বরং নির্ধারিত হয় একটি আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ কি না এবং নিজের কার্যকলাপে সামগ্রিক ভাবে কৌশলী কি না তার উপর।

## 👀 আমরা কী-ভাবে বিজয়ী হতে পারি?

জয়লাভের ভালো একটা সুযোগ আপনি পেতে পারেন যদি আপনার আন্দোলনটি বা গণ-অভিযানটি জন-ঐক্য, সযত্ন পরিকল্পনা, এবং অহিংস শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে পারে।

ঐক্যবদ্ধতা যে নির্ণায়ক তার কারণ হল, প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি তখনই ক্ষমতাশালী হয় যখন সেগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা এবং অঙ্গীকারকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাটা স্বেচ্ছামূলক। জনগণ যে এতে যোগ দেয় এবং ঝুঁকিও নেয় তার কারণ তারা আন্দোলনটিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এতে যদি ঐক্যের অভাব থাকে, উদ্দেশ্যটা যদি অস্পষ্ট আর সন্দেহজনক হয়, তা হলে অনেকেই এতে অংশগ্রহণ না-করাটাই বেছে নেবে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সফল গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন পুরুষ ও নারীকে; শিশু, মধ্য-বয়েসি এবং বেশি-বয়েসিদের; বৈচিত্র্যময় ধর্ম ও জাতির প্রেক্ষাপট থেকে আসা জনগণকে; পড়ুয়া, শ্রমজীবী, মননশীল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকজন এবং অন্যান্যদের এক জায়গায় জড়ো করতে পেরেছে। পরিকল্পনা যে আবশ্যিক তার কারণ গণ-প্রতিরোধ হচ্ছে যেমন কোনো গণ-অভিযান, আন্দোলন,

বা পুরজন গোষ্ঠীর কোনো প্রবক্তার সঙ্গে তার প্রতিপক্ষের এক প্রতিযোগিতা। এই ধরনের একটা

প্রতিযোগিতায় কোনো আন্দোলনের ডাকে শামিল বাহিনীকে ঢেলে তৈরি করা ও পরিচালিত করার জন্য সংগঠন এবং সামগ্রিক-কৌশল থাকা অত্যন্ত জরুরি। গণ-প্রতিরোধে নেতারা অনেক সামগ্রিক-কৌশলগত এবং বিশেষ-কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেন, যেমন ধরা যাক এটা পরিমাপ করা যে কী-ভাবে নিজেদের সংস্থানগুলিকে তারা গড়ে তুলবেন, কী-ভাবে এই সংস্থানগুলিকে সব চেয়ে ভালো ভাবে ব্যবহার করবেন, কী-ভাবে প্রতিপক্ষের কমজোরিগুলিকে কাজে লাগাবেন, এবং কী-ভাবেই-বা প্রতি-আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবেন। ভালো সিদ্ধান্ত খুব কম সময়ই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভালো পরিকল্পনা করতে গেলে দুই ধরনের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। প্রথমত, সামগ্রিক-কৌশলীরা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন সে-সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান তাদের থাকা দরকার, এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং আকাজ্জাগুলিকে তাদের বোঝা দরকার। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের সামগ্রিক-কৌশলীদের জানা দরকার, গণ-প্রতিরোধ কী-ভাবে কাজ করে, যা শেখা যেতে পারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, বই, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেটের মতো তথ্য-সংস্থানগুলি থেকে এবং অন্যান্য যাদের গণ-প্রতিরোধের এবং রাজনৈতিক সংগঠনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে।

অহিংস শৃঙ্খলা যে নির্ণায়ক তার কারণ কোনো আন্দোলনের মাধ্যমে হিংসা দুর্বল করে দেয় প্রতিরোধের কার্যকারিতাকে। সাধারণত সেটা হয়, কোনো কঠোর দমনব্যবস্থা নামিয়ে আনার সূত্রপাত ঘটিয়ে এবং আপাত দৃষ্টিতে সেটার ন্যায্যতা তৈরি করে। এ-ছাড়াও, কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন হিংসায় জড়িয়ে পড়লে প্রায়শই তা সমাজের ভিতরে-থাকা জনগণের অংশগ্রহণ হারায়, কারণ তারা হিংসার স্পষ্ট ঝুঁকির মধ্যে পড়তে চায় না। পরিশেষে, কোনো আন্দোলন যখন পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হিংসা ব্যবহার করে, তখন ওই ব্যবস্থাটির রক্ষকদের বিশ্বস্ততায় ফাটল ধরানোও অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং আন্দোলনটির সপক্ষে ওই সব রক্ষকদের ভিতরের কোনো অনুচ্চারিত সহানুভূতিও যেন মিলিয়ে যায়। এটি গণ-প্রতিরোধ যে গতিময়তা সৃষ্টি করতে পারে ঠিক তার বিপরীত, যার ভিতরে আন্দোলনটির উদ্দেশ্য — অর্থাৎ আরও মুক্ত, সবার উপকার করতে পারে এমন আরও ভালো একটি সমাজ — এবং আন্দোলনটির কার্যকলাপ, সব স্তরের আম-জনগণকে সাহস দেখানোর জন্য আহ্বান বর্তমান ক্ষমতাধরদের রক্ষকদের অনেকের কাছে ঠিক ততটাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যতটা তা হয়ে ওঠে সেই তাদের কাছে যারা ব্যবস্থাটির অবসান চায়।

